গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়
প্রবাসী কল্যাণ ভবন
৭১-৭২, ইস্কাটন গার্ডেন, রমনা, ঢাকা-১০০০
প্রশিক্ষণ শাখা-০২
www.probashi.gov.bd

"শতবর্ষে জাতির পিতা, সুবর্ণে স্বাধীনতা
অভিবাসনে আনবো মর্যাদা ও নৈতিকতা"

স্মারক নং-৪৯.০০.০০০০.০০০.২৫.০১২.২০/৯৯

তারিখ: ১৭ চৈত্র ১৪২৮ বঙ্গাব্দ
৩১ মার্চ ২০২১ খ্রিস্টাব্দ

বিষয়: বিএমইটি'র প্রশিক্ষণ নির্দেশমালা, ২০২২।

১। **প্রস্তাবনা:**

বৈদেশিক কর্মসংস্থান তথা বিদেশ থেকে প্রবাসী বাংলাদেশি কর্মীদের প্রেরিত রেমিটেন্স বাংলাদেশের সামষ্টিক অর্থনীতির অন্যতম চালিকাশক্তি হিসেবে স্বীকৃত। ২০৩০ সালের এসডিজি লক্ষ্য ১০.৭ অনুযায়ী নিয়মতান্ত্রিক, নিরাপদ, নিয়মিত ও দায়িত্বশীল শ্রম অভিবাসনের প্রধান পূর্বশর্ত হচ্ছে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের নিমিত্ত বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের দক্ষতা নিশ্চিতকরণ। এছাড়া ৮ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা এবং অভিলক্ষ ২০৪১ এর লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কর্মসংস্থান উপযোগী দক্ষ কর্মী তৈরী করা আবশ্যক। সরকারের Allocation of Business অনুযায়ী প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (বিএমইটি)'র নিয়ন্ত্রনাধীন ইনস্টিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (টিটিসি) সমূহের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন অকুপেশনে বিভিন্ন মেয়াদী প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উক্ত প্রতিষ্ঠানসমূহ বিদেশগামী কর্মীদের প্রাক-বহির্গমন অরিয়েন্টেশন প্রদান করে থাকে।

চতুর্থ শিল্প বিপ্লব ও অন্যান্য কারণে বিশ্বের শ্রমবাজারের চাহিদা দ্রুত পরিবর্তিত হচ্ছে। বাজার চাহিদাভিত্তিক উপযুক্ত কারিগরি শিক্ষা/প্রশিক্ষণ এবং বিদেশী ভাষা ও সংস্কৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের জন্য দক্ষ জনশক্তি তৈরি করে বাংলাদেশের জনমিতিক সুবিধা বা ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের সর্বোচ্চ সদ্ব্যবহার করার পর্যাপ্ত সুযোগ আছে। প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান নীতি ২০১৬ তে এবিষয়ে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে।

কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশ গমনেচ্ছু বাংলাদেশী নাগরিকগণ গন্তব্য দেশে যাওয়ার পূর্বে সংশ্লিষ্ট দেশে কর্মসংস্থানের জন্য প্রয়োজনীয় অকুপেশনভিত্তিক দক্ষতা ও Soft skill থাকা প্রয়োজন। শ্রম বাজারের চাহিদা অনুযায়ী বিভিন্ন অকুপেশন প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন এবং গন্তব্যদেশের আইনকানুনন, রীতিনীতি ও সংস্কৃতির সাথে পরিচিতির জন্য বিএমইটি'র আওতাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে কার্যকর ও দক্ষ প্রশিক্ষণ প্রদানকল্পে Allocation of Business এর বিধান এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থান ও অভিবাসী আইন, ২০১৩ এর ধারা ৪৭ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে বিশেষ আদেশ হিসেবে নিম্নোক্ত নির্দেশমালা প্রণয়ন করা হলো-

২। এই নির্দেশমালা 'বিএমইটি'র প্রশিক্ষণ নির্দেশমালা ২০২২' নামে অভিহিত হবে।

৩। **সংজ্ঞা:**

বিষয় বা প্রসংগের সাথে পরিপন্থী কিছু না থাকলে, এই নির্দেশমালায় -

(ক) 'মন্ত্রণালয়' অর্থ প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়;
(খ) 'উপযুক্ত কর্তৃপক্ষ' অর্থ ব্যুরো'র মহাপরিচালক বা তাঁর অধীন ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্মকর্তা অন্তর্ভুক্ত হবেন;
(গ) 'ব্যুরো' অর্থ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো;
(ঘ) 'মহাপরিচালক' অর্থ জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো'র মহাপরিচালক;
(ঙ) 'প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান' অর্থ ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি), কারিগরি প্রশিক্ষন কেন্দ্র (টিটিসি) ও শিক্ষানবিসি প্রশিক্ষণ দপ্তরকে বুঝাবে;
(চ) 'দক্ষতা' কোন কাজ করার জন্য জাতীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের জন্য নির্ধারিত মান অনুযায়ী অর্জিত কোন কারিগরি জ্ঞান অথবা কোন পণ্য ও সেবা উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় সক্ষমতা অর্জনকে বুঝাবে;
(ছ) 'ভোকেশনাল প্রশিক্ষণ' বলতে জাতীয় দক্ষতা কাঠামোর লেভেল-১ থেকে লেভেল-৫ পর্যন্ত প্রশিক্ষণ'কে বুঝাবে;
(জ) 'প্রি-ডির্পারচার ওরিয়েন্টেশন (PDO)' বলতে বিদেশ গমনেচ্ছু কর্মীদের জন্য বাধ্যতামূলক নির্দিষ্ট কর্মঘন্টার ওরিয়েন্টেশনকে বুঝাবে;
(ঝ) 'MRA' অর্থ দুই বা ততোধিক দেশ অথবা আন্তর্জাতিক সংস্থার মধ্যে কোন নির্দিষ্ট অকুপেশনে পরিচালিত প্রশিক্ষণের সনদায়নের পারস্পরিক স্বীকৃতির লক্ষ্যে সম্পাদিত Mutual Recognition Agreement কে বুঝাবে;
(ঞ) 'RPL' বলতে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে অর্জিত দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ Recognition of Prior Learning সনদকে বুঝাবে;
(ট) 'e-RPL' বলতে অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে অর্জিত দক্ষতার স্বীকৃতিস্বরূপ অনলাইনভিত্তিক সনদকে বুঝাবে; এবং
(ঠ) 'অকুপেশন' বলতে কোন ব্যক্তির কোন নিদিষ্ট ক্ষেত্রে দক্ষতা অর্জনকে বুঝাবে, যার মাধ্যমে তিনি প্রাতিষ্ঠানিক/স্ব-উদ্যোগে কর্মসংস্থান নিশ্চিত করতে পারেন।

৪। **উদ্দেশ্য:**

(ক) ব্যুরোর আওতাধীন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক প্রদত্ত কারিগরি প্রশিক্ষণকে বাজারমুখী (Market Responsive) করা ও এর গুণগতমান নিশ্চিত (Quality assurance) করা এবং দক্ষতামান ও দক্ষতা সনদকে বৈদেশিক শ্রমবাজারের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলা;

(খ) বৈদেশিক কর্মসংস্থানে আগ্রহী ও উপযুক্ত ব্যক্তিবর্গকে গন্তব্য দেশের চাহিদা অনুযায়ী ভাষা ও সংস্কৃতির উপর মানসম্মত ও গ্রহণযোগ্য দক্ষতা প্রদান নিশ্চিত করা;

(গ) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের সম্পদের যথাযথ ব্যবহার ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা; এবং

(ঘ) দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদানে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের অংশগ্রহণ ও পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপকে উৎসাহিত করা।

৫। প্রশিক্ষণের জন্য পেশা (Occupation) ও বিদেশী ভাষা নির্বাচন:

(ক) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ দেশে ও বিদেশে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে বিভিন্ন মেয়াদে নৌ-প্রযুক্তি প্রশিক্ষণসহ দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ, ভাষাগত দক্ষতা উন্নয়ন ও অন্যান্য সফট স্কিল বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে;

(খ) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত প্রশিক্ষণ কার্যক্রম, ওরিয়েন্টেশন এবং শিক্ষামূলক সেমিনার পরিচালনা করবে;

(গ) সকল কিংবা বিশেষ কোনো প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য মহাপরিচালক মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদনক্রমে বৈশ্বিক শ্রমবাজারের চাহিদার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিষয় বা পেশা নির্বাচন করবেন;

(ঘ) প্রশিক্ষণের প্রকৃতি, মেয়াদ ও অন্যান্য শর্তাবলি নির্ধারণের ক্ষেত্রে দেশীয় এবং প্রযোজ্য ক্ষেত্রে, আন্তর্জাতিক মান অনুসরণ করা হবে; এবং

(ঙ) মহাপরিচালক, মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে, বৈদেশিক কর্মসংস্থানে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কৌশলগত পরিকল্পনা গ্রহণ এবং বিদেশগামীদের কল্যাণে যে কোন দেশের ভাষা ও সংস্কৃতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

৬। প্রশিক্ষণের বিষয়, সিলেবাস ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি পর্যালোচনা ও চূড়ান্তকরণ:

(ক) স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের চাহিদার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ প্রশিক্ষণ কোর্স ও কারিকুলাম নিশ্চিত করার জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে পরিচালিত সংশ্লিষ্ট কোর্সসমূহ নিয়মিত পর্যালোচনা করা হবে;

(খ) এ উদ্দেশ্যে স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারের দক্ষতা চাহিদা ও ভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা চিহ্নিত করে চাহিদার প্রতি সাড়া দেওয়ার জন্য প্রতিষ্ঠানসমূহের সার্বিক সামর্থ্য যথা- প্রশাসনিক ও আর্থিক সামর্থ্য, প্রশিক্ষণ যন্ত্রপাতির পর্যাপ্ততা, প্রশিক্ষকের যোগ্যতা ও প্রয়োজনীয় জনবলের পর্যাপ্ততা ও অন্যান্য বিষয়াদি পর্যালোচনা করা হবে;

(গ) দেশীয় ও আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী মন্ত্রণালয়ের অনুমোদনক্রমে কারিকুলাম বিশেষজ্ঞদের সাহায্যে বিএমইটি'র বিদ্যমান কারিকুলাম আপডেট বা প্রয়োজনে নতুন কারিকুলাম প্রনয়ন করা হবে; এবং

(ঘ) আইএমটি ও টিটিসি'র প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে একটি কারিকুলাম ও শিক্ষানবিশি ব্যবস্থায় স্বতন্ত্র একটি কারিকুলাম প্রস্তুত করা হবে।

(ঙ) প্রতি বছর খ্রিস্টীয় পঞ্জিকা বর্ষের জানুয়ারি মাসে নিম্নোক্ত কমিটি প্রশিক্ষণ বিষয়, প্রশিক্ষণ সিলেবাস ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি পর্যালোচনাপূর্বক সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করবে:

প্রশিক্ষণ বিষয়, প্রশিক্ষণ সিলেবাস ও প্রশিক্ষণ পদ্ধতি সুপারিশ প্রদান কমিটি:

ক্রম	পদবী ও প্রতিষ্ঠান	কমিটিতে অবস্থান
০১.	অতিরিক্ত সচিব (প্রশিক্ষণ), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সভাপতি
০২.	অতিরিক্ত মহাপরিচালক (প্রশিক্ষণ), বিএমইটি	সদস্য
০৩.	প্রতিনিধি (সদস্য পদমর্যাদার নীচে নন), জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ	সদস্য
০৪.	প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদার নীচে নন), কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর	সদস্য
০৫.	প্রতিনিধি (পরিচালক পদমর্যাদার নীচে নন), বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষাবোর্ড	সদস্য
০৬.	পরিচালক (প্রশিক্ষণ পরিচালনা), বিএমইটি	সদস্য
০৭.	সরকার কর্তৃক মনোনীত এক বা একাধিক কারিকুলাম বিশেষজ্ঞ	সদস্য
০৮.	আইএল/আইওএম/অন্যান্য আন্তর্জাতি সংস্থার প্রতিনিধি	সদস্য
০৯.	উপসচিব (প্রশিক্ষণ), প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়	সদস্য-সচিব

০৭। প্রশিক্ষক নিয়োগ ও আমন্ত্রণ:

(ক) সুষ্ঠুভাবে প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য কোন প্রতিষ্ঠানে জনবল অপ্রতুল থাকলে খন্ডকালীন/অতিথি প্রশিক্ষক আমন্ত্রণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করা যাবে। সেক্ষেত্রে দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল/প্রশিক্ষণ খাতের অর্থ সংকুলান সাপেক্ষে রেজিস্টার ও যথাযথ হিসাব সংরক্ষণ করে ক্লাস/ঘন্টা ভিত্তিক সম্মানী প্রদান করা যাবে; এবং

(খ) প্রশিক্ষকের শূন্য পদ পূরণ না হওয়া পর্যন্ত প্রচলিত ট্রেডসমূহ পুনঃ মূল্যায়ন করে চাহিদা ও উপযোগিতার ভিত্তিতে অধিক চাহিদা সম্পন্ন ট্রেড চালু রাখা হবে।

(গ) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহে দক্ষতা উন্নয়নের জন্য মন্ত্রণালয়ের দক্ষতা উন্নয়ন তহবিল হতে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগিতা প্রদান করা হবে;

০৮। প্রশিক্ষণার্থী ভর্তি, বদলী ও পরীক্ষা ব্যবস্থাপনা:

(ক) ৩ মাস/৪ মাস/৬ মাস মেয়াদী চলমান প্রশিক্ষণকে পূনঃ মূল্যায়ন করে NTVQF লেভেলের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ করা হবে;

(খ) ৩ দিন/৭ দিন/ ১৫ দিন/১ মাস/২ মাস মেয়াদী চলমান প্রশিক্ষণকে পূনঃ মূল্যায়ন করে বিশেষ কোর্স হিসেবে পরিচালনা করা যাবে;

(গ) প্রতিটি কোর্সে ভর্তি, পাঠদান, প্রশিক্ষণকাল নির্ধারণ, মূল্যায়ন, সনদ প্রদান এবং কোর্স সমাপ্তি বিষয়ে ব্যুরো একটি সুনির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ ক্যালেন্ডার প্রস্তুত করবে;

(ঘ) ভর্তি ও সনদ প্রদান কার্যক্রম ডিজিটাল পদ্ধতিতে সম্পন্ন করা হবে। প্রতিটি টিটিসি/আইএমটি/শিক্ষানবিশি দপ্তর প্রতিটি চলমান কোর্সের নির্ধারিত আসনের বিপরীতে শিক্ষার্থী সংগ্রহ ও তাদের ভর্তি নিশ্চিত করবে;

(ঙ) বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কোর্সে ভর্তির ক্ষেত্রে সাধারণতঃ কোন বয়স সীমা প্রযোজ্য হবে না। তবে পেশার সাথে সামঞ্জস্যতা, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের বিধান অনুযায়ী বয়স নির্ধারন করা হবে;

(চ) অধ্যক্ষগণ যৌক্তিকতা সাপেক্ষে শিক্ষার্থীদের কেন্দ্র পরিবর্তনের/প্রশিক্ষণ লিয়েন প্রদানের সুযোগ দিতে পারবেন;

(ছ) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ মন্ত্রণালয়ের পূর্বানুমোদন ব্যতিরেকে নিয়মিত কোর্সসমূহের বাইরে কোনো কোর্স পরিচালনা করতে পারবে না এবং মূল/নিয়মিত কোর্সকে ব্যাহত করে কোনো কোর্স পরিচালনা করা যাবে না।

৯। প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা:

৯.১ আইএমটি ও টিটিসি'র প্রশিক্ষণ:

(ক) ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি (আইএমটি) ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহ (টিটিসি)যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত কারিকুলাম অনুসরণে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবে;

(খ) সক্ষমতা ভিত্তিক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা ২০১১ এর যাবতীয় নির্দেশনাসমূহ প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাযথভাবে অনুসরণ করবে;

(গ) প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ জাতীয় দক্ষতা কাঠামোর অধীনে বিভিন্ন লেভেলে কম্পিটেন্সি বেসড পদ্ধতিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করবে;

(ঘ) কারিগরি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ কারিগরি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবে এবং ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিসমূহ মেরিন শিক্ষা প্রদানের পাশাপাশি বাণিজ্যিক জাহাজে দায়িত্ব পালনের জন্য International Maritime Organization (IMO) নির্ধারিত বিভিন্ন প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করবে;

(ঙ) পুনঃ একত্রিকরণ সহায়তামূলক প্রশিক্ষণ কারিগরি বা উদ্যোক্তা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ এবং RPL কার্যক্রম কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিসমূহের মাধ্যমে পরিচালিত হবে;

(চ) 'ব্যুরো'র মহাপরিচালক সরকারের পূর্বানুমোদনক্রমে যে কোনো প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে জনস্বার্থে নির্ধারিত সময়ের বাইরে, সুনির্দিষ্ট শর্তে, অতিরিক্ত প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার অনুমতি প্রদান করতে পারবেন;

(ছ) প্রয়োজনীয়তা ও উপযুক্ততা বিবেচনা করে মহাপরিচালক টিটিসি'র জন্য নির্ধারিত যে কোনো প্রশিক্ষণ কোর্স যে কোনো আইএমটিতে পরিচালনার অনুমতি প্রদান করতে পারবেন;

(জ) জাতীয় দক্ষতা কাঠামোর অধীনে প্রতিটি প্রশিক্ষণ কোর্সের জন্য প্রত্যেক প্রার্থীর নির্ধারিত যোগ্যতা নির্ধারণ করা হবে এবং নির্ধারিত যোগ্যতার ভিত্তিতে আগ্রহী ব্যক্তিবর্গকে নির্দিষ্ট প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণের ব্যবস্থা করা যাবে;

(ঝ) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিসমূহ শিক্ষণ/প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক শিক্ষণার্থী বা প্রশিক্ষণার্থীকে Profession choice/career guidance এর জন্য স্ব স্ব Occupation এর পক্ষ থেকে একজন প্রশিক্ষককে দায়িত্ব প্রদান করবে;

(ঞ) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিসমূহের নির্ধারিত প্রশিক্ষক শিক্ষণ/প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে Profession/occupation choice এর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা ও career সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা প্রদান করা হবে;

(ট) উপরোক্ত দফায় যা কিছু বলা থাকুক না কেন সরকার/ব্যুরো বৈদেশিক শ্রমবাজারের চাহিদা পূরণে জাতীয় দক্ষতা কাঠামোর পাশাপাশি অন্য কোন আঞ্চলিক সহযোগিতা সংস্থার দক্ষতা কাঠামো বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের কোর্স-কারিকুলামের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান ও সনদায়নে ব্যবস্থা করতে পারবে;

(ঠ) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিসমূহের সকল প্রশিক্ষক/শিক্ষককে যথাশীঘ্র National Technical and Vocational Qualification Framework (NTVQF) বা সরকারিভাবে স্বীকৃত অন্য কোনো জাতীয় মানদন্ডের অধীনে বিভিন্ন লেভেলের Certified trainer হিসেবে প্রস্তুত করা হবে;

(ড) সকল ভাষা ও সংস্কৃতি শীর্ষক কোর্সের মেয়াদ গন্তব্য দেশের চাহিদার আলোকে নির্ধারণ করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ জাপানিজ ভাষা কোর্সের মেয়াদ N5, N4, N3 সনদ, ইংরেজি ভাষা কোর্সের মেয়াদ IELTS/TOEFL সনদ এবং কোরিয়ান ভাষা কোর্সের মেয়াদ TOPIK Level 1 or 2 সনদের ভিত্তিতে নির্ধারণ করতে হবে। তবে যেসব দেশের ভাষার সনদের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের পক্ষে সরাসরি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ নেই সেসব দেশের ভাষা কোর্সের মেয়াদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বা গন্তব্য দেশের চাহিদার আলোকে নির্ধারণ করতে হবে; এবং

(ঢ) মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন সাপেক্ষে 'ব্যুরো' কর্তৃক ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্সের কোর্স ফি নির্ধারণ করা হবে।

(ণ) মন্ত্রণালয়ের অনুমতিক্রমে নির্ধারিত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ভোকেশনাল কোর্স পরিচালনা করতে পারবে।

৯.২ শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ:

(ক) শিল্প-কারখানাসমূহে আনুষ্ঠানিক শিক্ষানিবিশি কার্যক্রম উৎসাহিত করতে এবং অনুগ্রহণ (Take-up) বৃদ্ধি করতে মন্ত্রণালয়, শিল্পখাত এবং অন্যান্য সামাজিক সহযোগী সংস্থার মাধ্যমে যথাযথ কর্ম সম্পাদন পদ্ধতি এবং প্রণোদনা পদ্ধতি প্রচলনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে;

(খ) শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার মাধ্যমে শিক্ষার্থী/প্রশিক্ষণার্থীদের বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ না হওয়া পর্যন্ত দেশের অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজারে কর্মসংস্থানের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে;

(গ) কারিকুলামের অংশ হিসেবে শিল্প প্রতিষ্ঠান, জাহাজ ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে এপ্রেন্টিসশিপ, ক্যাডেটশিপ, ট্রেইনিশিপ বা ইন্টার্নশিপ ইত্যাদি প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে শিক্ষানিবিশি প্রশিক্ষণ অফিসসমূহ বিএমইটি'র প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহকে সহায়তা করবে ও তথ্য উপাত্ত সংরক্ষণ করবে;

(ঘ) শিক্ষানিবিশি প্রশিক্ষণ অফিসসমূহ অভ্যন্তরীণ শ্রমবাজারের সংশ্লিষ্ট সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ সাপেক্ষে উত্তীর্ণ ও ঝরে পড়া ছাত্র-ছাত্রী এবং প্রশিক্ষণার্থীদের শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করবে;

(ঙ) শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণের পূর্ণ মেয়াদ পর্যন্ত শিক্ষানিবিশি প্রশিক্ষণ অফিসসমূহ প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীর লগ বুক সংরক্ষণ করবে;

(চ) শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ অফিসসমূহ সরকারি এবং বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রদত্ত শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ শেষে মূল্যায়ন ও সনদের ব্যবস্থা করবে;

(ছ) শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ অফিস প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে Profession choice/career guidance এর জন্য একজন কর্মকর্তাকে দায়িত্ব প্রদান করবে;

(জ) নির্ধারিত কর্মকর্তা অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে Profession/occupation choice এর জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা ও career সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা প্রদান করবেন;

(ঝ) আন্তর্জাতিক শ্রমবাজারের চাহিদার সাথে দক্ষতামানের সামঞ্জস্য বিধান এবং অন্যান্য দেশের অভিজ্ঞতা এবং উত্তম চর্চা কাজে লাগানোর উদ্দেশ্যে শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণের জন্য অন্যান্য দেশের Apprentice/ Trainee/Internee mobility program এর অধীনে প্রশিক্ষণার্থী প্রেরণ করতে পারবে;

(ঙ) শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণকে জনপ্রিয় করার স্বার্থে শিক্ষানিবিশি প্রশিক্ষণ অফিসসমূহ প্রচারভিযান পরিচালনা করবে;

(চ) শিক্ষানিবিশি প্রশিক্ষণ অফিসসমূহ প্রতিবছর শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষনপ্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীদের তথ্য-উপাত্ত ব্যুরো বরাবর প্রেরণ করবে এবং নিজ দপ্তরে সংরক্ষণ করবে;

(ছ) শিক্ষানিবিশি প্রশিক্ষণ অফিসসমূহ প্রতিবছর শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণের জন্য কার্যকর বৈশিষ্ট নির্ধারণ ও করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশ ব্যুরো বরাবর প্রেরণ করবে; এবং

(জ) ব্যুরো প্রত্যেক বছর শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণের জন্য কার্যকর বৈশিষ্ট নির্ধারণ ও করণীয় সম্পর্কে প্রয়োজনীয় সুপারিশ মন্ত্রণালয় বরাবর প্রেরণের জন্য দায়বদ্ধ থাকবে এবং মন্ত্রণলয় শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণের মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশনা জারি করবে।

১০। প্রশিক্ষণের গুণগতমান নিশ্চিতকরণ ও মূল্যায়ন:

১০.১ প্রশিক্ষণের গুনগতমান (Quality assurance) নিশ্চিত করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে:

(ক) জাতীয় দক্ষতা কাঠামোর প্রত্যেক স্তরের বিপরীতে নির্ধারিত যোগ্যতাসম্পন্ন প্রার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করতে হবে, তবে যেক্ষেত্রে আগ্রহী প্রার্থীর প্রয়োজনীয় যোগ্যতার অভাব পরিলক্ষিত হবে সেক্ষেত্রে উক্ত প্রার্থীকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান সাপেক্ষে প্রশিক্ষণের সুযোগ প্রদান করা যাবে;

(খ) যথাযথ প্রশিক্ষণ পদ্ধতি প্রয়োগের নিশ্চয়তাস্বরূপ সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষক কোর্স-কারিকুলাম এবং স্ট্যান্ডার্ডসমূহে উল্লিখিত সঠিক যন্ত্রপাতি (proper tools), পদ্ধতি (techniques & methodologies) এবং উপকরণের ব্যবহার নিশ্চিত করবেন;

(গ) প্রতিষ্ঠান প্রধান কেবলমাত্র প্রত্যায়িত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও প্রত্যায়িত প্রশিক্ষকের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদানের ব্যবস্থা নিবেন। তবে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা প্রশিক্ষক এখনও প্রত্যায়িত না হয়ে থাকলে প্রতিষ্ঠান প্রধান সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বা প্রশিক্ষককে পর্যায়ক্রমে প্রত্যায়িত করার ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করবেন;

(ঘ) প্রত্যায়িত প্রশিক্ষক বলতে জাতীয় দক্ষতা কাঠামোর দক্ষতা অংশের কমপক্ষে লেভেল-০৪ এবং প্যাডাগজি অংশের লেভেল-০৪ কে বুঝাবে এবং প্রত্যায়িত প্রতিষ্ঠান বলতে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড/জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানকে বুঝাবে। তবে মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বীকৃত অন্যকোন আন্তর্জাতিক দক্ষতা কাঠামোর অধীনে স্বীকৃত প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানও এর অন্তর্ভুক্ত হবে;

(ঙ) প্রতিষ্ঠান প্রধান যোগ্য ও প্রত্যায়িত প্রশিক্ষকের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, উপকরণ ইত্যাদির সঠিক ব্যবস্থাপনায় প্রশিক্ষণ প্রদান করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবেন;

(চ) প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রয়োজনীয় গুনগতমান নিশ্চিত (Quality assurance) করতে 'ব্যুরো' সরকারের অনুমোদনক্রমে যেকোন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান'কে নিয়োগ করতে পারবে;

১০.২ প্রশিক্ষণমান মূল্যায়ন (Quality assessment) করার জন্য নিম্নোক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে:

(ক) প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণমান মূল্যায়ন (Quality assessment) এর লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠান প্রধান পর্যায়ক্রমে জাতীয় দক্ষতা কাঠামো বা মন্ত্রণালয় কর্তৃক স্বীকৃত অন্যকোন আন্তর্জাতিক দক্ষতা কাঠামোর অধীনে এসেসমেন্ট গ্রহণের ব্যবস্থা করবেন এবং উক্তরূপ এসেসমেন্ট যথাযথ এবং বিশ্বাসযোগ্য পদ্ধতি অনুযায়ী সম্পাদিত হয়েছে মর্মে নিশ্চিত করবেন;

(খ) শ্রমবাজার এবং কর্মক্ষেত্রের চাহিদা পূরণে সক্ষমতার প্রমানক হিসেবে প্রধান পর্যায়ক্রমে বাংলাদেশ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড বা সনদ প্রদানকারী আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের যোগ্যতা এবং এসেসমেন্টের সুস্পষ্ট মানদন্ডের বর্ণনাসম্পন্ন সনদ সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান প্রদানের ব্যবস্থা করবে;

(গ) ভাষা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে:

(১) প্রত্যেক ব্যাচে প্রশিক্ষণার্থী ভর্তির সময় প্রাক-মূল্যায়ণ পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে। উক্ত প্রাক-মূল্যায়ণ পরীক্ষা শেষে প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে সঠিক এবং ভুল উত্তরের কারণ বুঝিয়ে দিতে হবে;

(২) প্রত্যেক ব্যাচের প্রশিক্ষণার্থীদের পাক্ষিক ও মাসিক পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে;

(৩) প্রাক-মূল্যায়ণ, পাক্ষিক ও মাসিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রশিক্ষক নিজেই প্রস্তুত করবেন এবং মূল্যায়নপূর্বক ফলাফল প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট প্রকাশ্যে ঘোষণা করবেন;

(৪) উল্লিখিত পরীক্ষাসমূহের প্রশ্নপত্র, উত্তরপত্র এবং ফলাফলের কপি সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষের নিকট জমা থাকবে;

(৫) প্রত্যেক প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ সমাপনী মূল্যায়ণে অংশগ্রহণ করতে হবে এবং উক্ত মূল্যায়ণ/পরীক্ষা কেবল সংশ্লিষ্ট দেশের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হবে;

(৬) ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স শেষে প্রশিক্ষণার্থীগণ সংশ্লিষ্ট দেশ বা আন্তজার্তিকভাবে স্বীকৃত ষ্ট্যান্ডার্ডের ভিত্তিতে নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন এবং সেই পরীক্ষায় অর্জিত সনদের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণার্থীদের প্রশিক্ষণমান মূল্যায়িত হবে;

(৭) আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত যেসব ভাষা ও সংস্কৃতি কোর্সের নির্ধারিত পরীক্ষায় প্রশিক্ষণার্থীদের অংশগ্রহণের সুযোগ নেই, সেসব ভাষা ও সংস্কৃতি সংক্রান্ত পরীক্ষা প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় কর্তৃক নির্ধারিত তৃতীয় পক্ষের মাধ্যমে গ্রহণ করা হবে;

১১। প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ পরিচালনা

(ক) দেশীয় ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের নিমিত্ত সরকার কর্তৃক অনুমোদিত রিক্রুটিং এজেন্ট এবং অনুমোদিত বেসরকারি সংস্থা সরকারের অনুমোদন সাপেক্ষে টিটিসি ও আইএমটিসমূহে উপযুক্ত সুবিধাদি বিদ্যমান থাকা সাপেক্ষে, পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ক্ষেত্রসমূহে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করতে পারবে:

(১) যেসকল শ্রমবাজার, যেমন হংকং, জর্ডান এর জন্য গ্রাহক চাহিদানির্ভর (customized) প্রশিক্ষণের প্রয়োজন হয় সেসকল বিষয়ে;

(২) ড্রাইভিং

(৩) কেয়ার গিভিং

(৪) জাপানী, ক্যান্টনিজ, ম্যান্ডারিন, আরবী ভাষা

(৫) বৈদেশিক কর্মসংস্থানে চাহিদা অনুযায়ী গন্তব্য দেশের ভাষা;

(৬) সরকার কর্তৃক নির্ধারিত অন্য যে কোনো বিষয়।

(খ) এ ধরণের ব্যবস্থায় প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য আগ্রহী ব্যক্তি/প্রতিষ্ঠানকে মন্ত্রণালয়ের প্রশিক্ষণ অনুবিভাগ বরাবরে স্বয়ংসম্পূর্ণ প্রস্তাবসহ আবেদন করতে হবে;

(গ) এ ধরণের প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট সরকারি প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান কর্তৃপক্ষ শুধুমাত্র প্রয়োজনীয় ভৌত অবকাঠামোগত সুবিধা, যথা: ক্লাসরুম, ক্লাসরুমের আসবাবপত্র ব্যবহারের অনুমতি প্রদান করবে;

(ঘ) প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য সংশ্লিষ্ট বেসরকারি প্রতিষ্ঠান উপযুক্ত প্রশিক্ষক নিয়োগ করবে, প্রশিক্ষকের বেতন, প্রশিক্ষনার্থীদের জন্য সকল ব্যয়, (যথা: থাকা-খাওয়ার ব্যয়, প্রশিক্ষণ সরঞ্জামের ব্যয়, ইউটিলিটি সার্ভিস চার্য) উক্ত বেসরকারি প্রতিষ্ঠান বহন করবে;

(ঙ) প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণার্থীদের নিকট থেকে মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত ফি'র অতিরিক্ত কোন ফি আদায় করা যাবে না।

(চ) এ ধরনের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম টিটিসি/আইএমটি'র চলমান কোনো কোর্সের প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারবে না;

(ছ) প্রশিক্ষণ পরিচালনাকালে প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষক, প্রশিক্ষণার্থী, কর্মকর্তা বা কর্মচারি কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানের কোনো সম্পদের ক্ষতি সাধন করা হলে উক্ত সম্পদের প্রতিস্থাপন বা ক্ষতিপূরণ প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে বহন করতে হবে;

(জ) প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনার সময় প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান টিটিসি/আইএমটি'র অভ্যন্তরীন প্রশিক্ষণ পরিবেশ ও শৃঙ্খলা রক্ষার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বাধ্য থাকবেন;

(ঝ) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের নাম, ঠিকানা, মোবাইল নম্বরসহ একটি ডাটাবেজ সংরক্ষণ করবে এবং তা সংশ্লিষ্ট টিটিসি/আইএমটিকে প্রদান করবে;

(ঞ) প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানকে বার্ষিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের ন্যূনতম ২৫% এর বৈদেশিক কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে এবং তার তালিকা সংশ্লিষ্ট টিটিসি/আইএমটিকে প্রদান করতে হবে;

(ট) পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য উপযুক্ত প্রতিষ্ঠানকে প্রাথমিকভাবে দুই বছরের জন্য

অনুমতি প্রদান করা হবে যা প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সন্তোষজনক হলে প্রতিষ্ঠানের আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হবে। তবে শর্ত থাকে যে, উপর্যুক্ত কোনো শর্তপালনে প্রতিষ্ঠানের ব্যত্যয় পরিলক্ষিত হলে বা সরকারের নিজস্ব প্রয়োজনে সরকার প্রশিক্ষণ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানকে দুই মাসের নোটিশ প্রদান করে কোনো কারণ না দর্শিয়ে প্রদত্ত অনুমতি বাতিল করা যাবে;

(ঠ) প্রশিক্ষণ পরিচালনার জন্য মন্ত্রণালয়ের অনুমতি পাওয়ার পর বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে 'ব্যুরো'র সঙ্গে এতদবিষয়ে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করা হবে;

(ড) পিপিপি ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদানের জন্য অনুমোদিত প্রতিষ্ঠান সরকারী ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম এবং ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলোজী ও কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রসমূহে প্রশিক্ষার্থীদের ক্যাডেটশিপ, ট্রেইনিশিপ বা ইন্টার্নশিপ ইত্যাদি ক্ষেত্রে ব্যুরো-র সম্মতি নিয়ে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করতে পারবে।

১২। প্রশিক্ষণের সনদায়ন

(ক) প্রশিক্ষণ/কোর্স শেষে কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র বা আইএমটিসমূহ সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষণার্থীদের প্রতিটি প্রশিক্ষণ/কোর্সের জন্য আবশ্যিকভাবে কোর্স চলাকালে Formative assessment এবং কোর্স সমাপনান্তে Summative assessment এর ব্যবস্থা করবে। 'ব্যুরো' বা 'কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র' প্রশিক্ষণার্থীদের নিজ প্রতিষ্ঠানের নামে উল্লিখিত assessment এর বিপরীতে কোনরূপ প্রশিক্ষণ সনদ প্রদান করবে না। তবে পরিচালিত কোর্সসমূহের ক্ষেত্রে জাতীয়ভাবে/আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত কর্তৃপক্ষের সনদ প্রদান পদ্ধতি/ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত না হওয়া পর্যন্ত পূর্বের ন্যায় বিএমইটি সনদ প্রদান অব্যাহত রাখবে;

(খ) টিটিসিতে বা ক্ষেত্রবিশেষে আইএমটি'তে পরিচালিত কারিগরি প্রশিক্ষণ কোর্সসমূহের ক্ষেত্রে National Technical and Vocational Qualification Framework (NTVQF) বা সরকারিভাবে স্বীকৃত অন্য কোনো জাতীয় মানদন্ডে এবং আইএমটি'র মেরিন টেকনোলজির কোর্সসমূহের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ সনদ প্রদান করবে;

(গ) প্রযোজ্য ক্ষেত্রে সরকার কর্তৃক নির্ধারিত বিষয় বা কোর্সের ক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সনদপত্র প্রদানের ব্যবস্থা থাকবে, এক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের নির্দেশনায় 'ব্যুরো' প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে; এবং

(ঘ) ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স শেষে প্রশিক্ষার্থীগণ সংশ্লিষ্ট দেশ বা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত স্ট্যান্ডার্ড এর ভিত্তিতে নির্ধারিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন এবং উক্ত স্ট্যান্ডার্ড এর ভিত্তিতে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সনদপত্র অর্জন করবে। উদাহরণস্বরূপ জাপানিজ ভাষা কোর্সের জন্য N5, N4, N3 সনদ, ইংরেজি ভাষা কোর্সের জন্য IELTS/TOEFL সনদ, কোরিয়ান ভাষা কোর্সের জন্য TOPIK Level 1 or 2 সনদ, (আরবী ভাষার জন্য প্রযোজ্য লেভেলসহ) ইত্যাদি।

১৩। জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ:

দক্ষতা উন্নয়ন বলতে মৌলিক শিক্ষা, প্রাথমিক প্রশিক্ষণ (initial training) এবং জীবনব্যাপী শিক্ষণ'কে বুঝাবে। সামাজিক অন্তর্ভুক্তি, সক্রিয় নাগরিকত্ব, ব্যক্তির উন্নয়ন, কর্মসংস্থানের উপযুক্ততা এবং শ্রমবাজারে প্রতিযোগিতায় সক্ষমতা ত্বরান্বিত করার স্বার্থে জীবনব্যাপী শিক্ষার সুযোগ অবারিত করা হবে। এ উদ্দেশ্যে নিম্নরূপ কার্যক্রম পরিচালনা করা হবেঃ

(ক) জাতীয় দক্ষতা কাঠামোর প্রত্যেক স্তরের প্রশিক্ষণ কার্যক্রম সম্পন্ন হওয়ার পর যেকোন প্রশিক্ষণার্থীকে তাঁর নিজ বিবেচনা ও প্রয়োজন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠান পরিত্যাগের সুযোগ দেওয়া হবে এবং যেকোন সময় উক্ত প্রশিক্ষণার্থী তাঁর দক্ষতামানের উন্নয়নের (Upskilling) জন্য প্রশিক্ষণ নিতে চাইলে পুনরায় তাঁকে প্রশিক্ষণ গ্রহণের সুযোগ দেওয়া হবে;

(খ) কালের পরিক্রমায় দক্ষতাগত চাহিদার ধরণের পরিবর্তনের সাথে সাথে শ্রমবাজারের চাহিদা অনুযায়ী কোর্স-কারিকুলাম প্রস্তুত করা হবে এবং আগ্রহী ব্যক্তিবর্গকে তদানুযায়ী পুনপ্রশিক্ষণ (Reskilling) প্রদানের সুযোগ প্রদান করা হবে;

(গ) অনুরূপভাবে অভ্যন্তরীণ ও বিদেশ প্রত্যাগত কর্মীদেরকে জাতীয় দক্ষতা কাঠামোর অধীনে পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতি (Recognition of Prior Learning) সনদ গ্রহণ ও প্রদানে উৎসাহিত করা হবে;

(ঘ) নিয়মিতভাবে প্রশিক্ষণের Outcome মূল্যায়ন করা হবে;

(ঙ) কর্তৃপক্ষের নির্ধারিত পদ্ধতিতে ভাষা ও সংস্কৃতি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালিত হবে।

(চ) বিদেশগমনেচ্ছু ও অভিবাসী কর্মীদের প্রত্যক্ষ প্রশিক্ষণের পাশাপাশি Online language learning platform এর মাধ্যমে ভাষা ও সংস্কৃতির উপর শিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে।

১৪। প্রাক-বহির্গমন ওরিয়েন্টেশন (Pre-departure Orientation) (PDO)

(১) সরকারের অনুমোদনক্রমে মহাপরিচালক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে বিদেশগমনেচ্ছু কর্মীদের (সরকার কর্তৃক নির্ধারিত দেশের জন্য) নির্দিষ্ট কর্মঘন্টার পিডিও প্রদান করবে;

(২) সরকারের অনুমোদনক্রমে মহাপরিচালক বিদেশগমনেচ্ছু কর্মীদের পিডিও'র জন্য নির্বাচনের শর্ত, প্রযোজ্য ফি'র পরিমান, সিলেবাস, ম্যানুয়াল, পাঠদান পদ্ধতি নির্ধারন করবে;

(৩) মহাপরিচালক পিডিও এর জন্য অনলাইন রেজিস্ট্রেশন ও সনদায়নের ব্যবস্থা করবে এবং

(৪) PDO সাফল্যের সাথে সম্পন্নকারী কর্মীদের অনলাইন পদ্ধতিতে সনদ প্রদান করা হবে।

১৫। ভাষা ও সংস্কৃতি প্রশিক্ষণ

(ক) বিদেশগমনেচ্ছু কর্মীদের জন্য গন্তব্য দেশের/কর্মক্ষেত্রের চাহিদা অনুযায়ী বিদেশী ভাষা ও সংস্কৃতির উপর মানসম্মত দক্ষতা এবং

ভাষা ও সংস্কৃতি প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনায় সামগ্রিক প্রক্রিয়ায় স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা হবে।

(খ) বিদেশী ভাষা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট প্রশিক্ষকের সংশ্লিষ্ট ভাষায় তার Proficiency বিষয়ে স্বীকৃত সনদ থাকতে হবে।

(গ) যেসব দেশে দশ হাজারের অধিক প্রবাসী কর্মী রয়েছেন এবং ভবিষ্যতে শ্রম বাজার সম্প্রসারিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে, 'ব্যুরো'র মহাপরিচালক এরূপ দেশের ভাষা ও সংস্কৃতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন;

১৬। দক্ষতা সনদ সামঞ্জস্যকরণ

(ক) পর্যায়ক্রমে জাতীয় দক্ষতা কাঠামো অনুযায়ী প্রশিক্ষণ সনদ প্রদান করা হবে তবে যেসব ব্যক্তিবর্গ অতীতে আনুষ্ঠানিকভাবে কোন প্রশিক্ষণ না করেই সরাসরি কর্মক্ষেত্রে প্রবেশ করে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করেছেন তাদের একইভাবে পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতিস্বরূপ নির্ধারিত পদ্ধতিতে জাতীয় দক্ষতা কাঠামোর অধীনে সনদ প্রদান করা হবে;

(খ) অভ্যন্তরীন শ্রমবাজারে জাতীয় দক্ষতা সনদকে গ্রহণযোগ্য ও জনপ্রিয় করতে শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ অফিস, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিসমূহ স্থানীয় নিয়োগকর্তাদের সাথে প্রয়োজনীয় যোগাযোগ বৃদ্ধি করবে;

(গ) বিদেশে অবস্থানরত কর্মীদের জাতীয় দক্ষতা কাঠামোর অধীনে সনদ প্রদান করার স্বার্থে ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে পূর্ব অভিজ্ঞতার স্বীকৃতিস্বরূপ (e-RPL) জাতীয় দক্ষতা কাঠামোর অধীনে সনদ প্রদান করতে প্রয়োজনীয় অবকাঠামো নির্মাণ করা হবে;

(ঘ) দেশের দক্ষতামান ও দক্ষতা সনদ'কে বৈদেশিক শ্রমবাজারের নিকট গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য 'মন্ত্রণালয়' ও 'ব্যুরো' সংশ্লিষ্ট কর্মী গ্রহণকারী দেশসমূহের সাথে দক্ষতা সনদের পারস্পরিক স্বীকৃতি Mutual Recognition Agreement (MRA) চুক্তি সম্পাদনের প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করবে;

১৭। জনসম্পৃক্ততা জোরদারকরণ

ভোকেশনাল ও কারিগরি দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে অধিকতর জনপ্রিয় করতে এবং প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানসমূহ সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করবে। এ উদ্দেশ্যে এসব প্রতিষ্ঠান/দপ্তর এককভাবে বা প্রযোজ্য ক্ষেত্রে যৌথভাবে নিম্নরূপ পদক্ষেপ গ্রহণ করবে:

(ক) নিজ নিজ অধিক্ষেত্রের পাড়ায়-মহল্লায় জনসংযোগ এবং ব্যাপকতর প্রচারণামূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে দক্ষতা উন্নয়নে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধা ও গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কিত তথ্য অবগত করবে;

(খ) দেশের পিছিয়ে পড়া ও অভিষ্ট জনগোষ্ঠী'কে ভোকেশনাল ও কারিগরি দক্ষতা অর্জনের মূল স্রোতধারায় নিয়ে আসার জন্য কার্যকর প্রচারণামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করবে;

(গ) স্থানীয় জনগণের মধ্যে দক্ষতা উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপ এবং বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্পর্কিত তথ্যের অবাধ প্রবাহ নিশ্চিত করণে প্রয়োজনীয় প্রচেষ্টা চালাবে;

(ঘ) জেলা প্রশাসক, উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নির্ধারিত সভাসমূহে নিয়মিতভাবে অংশগ্রহণ করবে এবং দক্ষতা উন্নয়নে সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের অগ্রগতি তুলে ধরবে;

(ঙ) বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি, সামাজিক, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান এবং এনজিওসমূহ কর্তৃক আয়োজিত বিভিন্ন সমাবেশে দক্ষতা উন্নয়নে সরকার কর্তৃক প্রদত্ত সুবিধা ও গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কিত তথ্য এবং দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে বৈদেশিক কর্মসংস্থানের সুযোগ লাভ সম্পর্কিত তথ্য তুলে ধরবে; এবং

(চ) সর্বোপরি শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ অফিস, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিসমূহ তার নিজ নিজ অধিক্ষেত্রে সমাজিক সম্পৃক্ততা জোরদারকরণে স্ব-উদ্ভাবিত কৌশল প্রয়োগের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থী সংখ্যা বৃদ্ধির ব্যবস্থা করবে।

১৮। পরিচ্ছন্নতা ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিতকরণ

প্রত্যেক শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ অফিস, কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজি নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের সকল প্রকার পরিচ্ছন্নতা ও সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার নিশ্চিত করণে নিম্নরূপ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে:

(ক) স্ব স্ব প্রতিষ্ঠানের প্রশিক্ষার্থীদের মাধ্যমে ক্যাম্পাস, ক্লাসরুম, ওয়ার্কসপ/ল্যাব ইত্যাদি স্থান সর্বোত্তমভাবে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখতে হবে;

(খ) হোস্টেল, আবাসিক ভবন ও অফিসসমূহের Utility ব্যবহারের ক্ষেত্রে যথাসম্ভব সংযমী হতে হবে। এছাড়া হোস্টেল ও আবাসিক ভবনে Utility বিল বাবদ অর্থ হিসাব আলাদাভাবে ব্যবস্থাপনা ও সংরক্ষণ করতে হবে;

(গ) প্রয়োজনীয় জনবল এবং যন্ত্রপাতির থাকা সত্ত্বেও কোন বিশেষ ট্রেড/অকুপেশনের চালু না থাকলে সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহারের লক্ষ্যে প্রত্যেক কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র সংশ্লিষ্ট ট্রেড/অকুপেশনের যথাশীঘ্র অনুমোদন গ্রহণ করবে এবং প্রশিক্ষণ কার্যক্রম শুরু করবে;

(ঘ) যন্ত্রপাতি না থাকা অথবা অন্য কোন কারণে কর্তৃপক্ষ কোন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে বিশেষ কোন ট্রেড/অকুপেশনের অনুমোদন প্রদান করা থেকে বিরত থাকলে সংশ্লিষ্ট কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র অপ্রয়োজনীয় পদায়ন সম্পর্কিত জনবলের তথ্য ব্যুরো'কে অবগত করবে;

(ঙ) কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এবং ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিসমূহ কোন বিশেষ যন্ত্রপাতি বা জনবলের অপ্রতুলতার কারণে কোন ট্রেড বা অকুপেশন পরিচালনা করতে সমস্যার সম্মুখীন হলে উক্তরূপ যন্ত্রপাতি বা জনবল প্রদান/পদায়নের জন্য ব্যুরো'কে অনুরোধ করবে;

(চ) টিটিসি ও আইএমটি'র সংশ্লিষ্ট ট্রেড/অকুপেশন ইনচার্য ও প্রশিক্ষকগণ প্রশিক্ষণ মান, প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি, ঝরে পড়ার হার প্রতিরোধ এবং স্থানীয় কমিউনিটি/ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের সাথে সংশ্লিষ্ট ট্রেড/অকুপেশন যোগাযোগ জোরদারকরণের জন্য দায়ী

থাকবেন; এবং

(ছ) ছাত্র-ছাত্রী/প্রশিক্ষণার্থীদের বাস্তবমুখী জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির এবং প্রতিষ্ঠানের সর্বোত্তম ব্যবহার নিশ্চিতকরণের স্বার্থে স্থানীয় পর্যায়ের সরকারি দপ্তরসমূহ কর্তৃক প্রয়োজনীয় উপকরণ প্রদানের শর্তে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের বিভিন্ন যন্ত্রপাতি বা গাড়ি কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ও ইন্সটিটিউট অব মেরিন টেকনোলজিসমূহকে মেরামত কেন্দ্র হিসেবে ব্যবহার করা যায় কিনা তা সরকার পরীক্ষা করবে।

১৯। প্রণোদনা:

প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান থেকে উত্তীর্ণদের প্রশিক্ষণ মান ও কর্মসংস্থানের হার বিবেচনায় প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান ও সফল প্রশিক্ষণার্থীদের প্রণোদনা প্রদানে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

২০। হোস্টেল/ আবাসিক ভবন ব্যবহার:

১. নিবিড় প্রশিক্ষণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে Home sickness কমাতে আবাসিক প্রশিক্ষণকে উৎসাহিত করা হবে;

২. যে সকল প্রতিষ্ঠানে হোস্টেল বিদ্যমান, সে সকল প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে হোস্টেল ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে;

৩. হোস্টেল ব্যবহারের আয় হতে ব্যয় নির্বাহ করতে হবে;

৪. টিটিসি/আইএমটি'র হোস্টেল সুপার/প্রশিক্ষক ও হোস্টেলে বসবাসকারী প্রশিক্ষার্থীগণের সমন্বয়ে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক হোস্টেল পরিচালনা করবে; এবং

৫. প্রতিষ্ঠান চত্বরে বসবাসের জন্য আবাসিক ভবনের ব্যবস্থা থাকলে প্রশিক্ষকদের আবাসিক ভবণে বসবাসের জন্য উৎসাহিত করা হবে।

২১। কেন্দ্রীয় ডাটাবেজ তৈরি ও সংরক্ষণ

প্রশিক্ষিত দক্ষ কর্মীর Skills database প্রস্তুত ও সংরক্ষণ করা হবে। এ উদ্দেশ্যে--

(ক) ব্যুরো সকল টিটিসি ও আইএমটি'তে প্রদত্ত সকল ধরনের প্রশিক্ষণের তথ্যাবলী সম্বলিত একটি Database সংরক্ষণ করবে;

(খ) ডাটাবেজে প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের নাম, স্থায়ী ঠিকানা, অকুপেশন, প্রশিক্ষণকাল, মোবাইল নম্বরসহ অন্যান্য তথ্যাদি অন্তর্ভুক্ত থাকবে; এবং

(গ) ডাটাবেজ কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যুরো কর্তৃক পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ করা হলেও সকল টিটিসি ও আইএমটি পৃথকভাবে নিজ নিজ তথ্য-উপাত্ত সংরক্ষণের ব্যবস্থা করবে।

২২। পরিবীক্ষণ, তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতা

(ক) টিটিসি ও আইএমটি'র সংশ্লিষ্ট অধ্যক্ষগণ প্রশিক্ষণের সার্বিক কার্যক্রম প্রত্যক্ষভাবে তত্ত্বাবধান করবেন;

(খ) কেন্দ্রীয়ভাবে ব্যুরো সকল শিক্ষানবিশি প্রশিক্ষণ অফিস, টিটিসি এবং আইএমটি'র প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবে;

(গ) মন্ত্রণালয় সার্বিকভাবে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিবীক্ষণ ও তত্ত্বাবধান করবে।

২৩। জাতীয় নীতির প্রাধান্য

(১) এই নির্দেশমালার কোনো বিষয় জাতীয় প্রশিক্ষণ নীতিমালার কোনো বিষয়ের সাথে সাংঘর্ষিক হলে, জাতীয় নীতিমালার বিধান প্রাধান্য পাবে;

(২) বিদেশী ভাষা কোর্স পরিচালনার ক্ষেত্রে নির্দেশমালায় বর্ণিত হয় নাই এমন বিষয়ে প্রচলিত সরকারি বিধি-বিধান প্রযোজ্য হবে।

২৪। নির্দেশমালার পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন

ফলপ্রসুভাবে প্রশিক্ষণ পরিচালনা বা অন্য কোন কারণে এ নির্দেশমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন এর কোনরূপ প্রয়োজনীয়তা প্রতীয়মান হলে মন্ত্রণালয় এ নির্দেশমালা পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন ও বিয়োজন করতে পারবে।

03.06.22

ড. আহমেদ মুনিরুছ সালেহীন
সচিব